যুগান্তর
প্রিন্ট: ০২ আগস্ট ২০২৬, ১০:৩৮ এএম

শিক্ষাঙ্গন

ঢাবিতে জুলাইয়ের গ্রাফিতি সংরক্ষণে পুনর্লিখন শুরু

ঢাবি প্রতিনিধি
প্রকাশ: ০১ আগস্ট ২০২৬, ০৩:১৩ পিএম

ঢাবিতে জুলাইয়ের গ্রাফিতি সংরক্ষণে পুনর্লিখন শুরু। ছবি: যুগান্তর

ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতি সংরক্ষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসজুড়ে আঁকা জুলাই-গ্রাফিতিগুলোর রংকরণ ও পুনর্লিখন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গ্রাফিতির মূল বৈশিষ্ট্য, চেতনা ও বার্তা অক্ষুণ্ন রেখে তিন দিনব্যাপী এ কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

শনিবার (১ আগস্ট) সকালে উপাচার্যের বাসভবনের প্রধান ফটকে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আজহারুল ইসলাম শেখ, প্রক্টর মো. ইসরাফিল প্রাং, আরবরি কালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে, ১ থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত উপাচার্য ভবন থেকে রোকেয়া হল পর্যন্ত বিভিন্ন দেয়ালে আঁকা জুলাই-গ্রাফিতিগুলো পুনরায় রঙ করা ও প্রয়োজনীয় স্থানে পুনর্লিখনের কাজ চলবে। এতে নিবন্ধিত শিক্ষার্থী ও শিল্পীরা অংশ নিচ্ছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, জুলাইয়ের গ্রাফিতিগুলো পতিত ফ্যাসিস্ট সরকারের দুঃশাসনের স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে। এসব গ্রাফিতি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেই সময়ের নির্যাতন-নিপীড়নের স্মৃতি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা সম্ভব হবে।

তিনি বলেন, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশের তরুণ সমাজ ও সাধারণ মানুষ রাজপথে নেমে এসেছিল। তাদের কণ্ঠরোধে তৎকালীন সরকার হামলা ও দমন-পীড়নের পথ বেছে নিয়েছিল। কিন্তু সেই আন্দোলনই গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয় এবং শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান।

উপাচার্য বলেন, জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীরা দেয়ালে দেয়ালে গ্রাফিতির মাধ্যমে সে সময়ের নিপীড়ন, প্রতিরোধ ও গণআন্দোলনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন। আজ সেই গ্রাফিতিগুলো দেশের জীবন্ত ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।

আরও পড়ুন

ঢাবির অধ্যাপক দীপ্তি সাহার মৃত্যু

তিনি আরও বলেন, আমরা হয়তো থাকব না, কিন্তু বাংলাদেশ থাকবে। এই গ্রাফিতিগুলোই আগামী প্রজন্মকে সেই রক্তমাখা দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে এবং ফ্যাসিবাদবিরোধী চেতনা ধারণ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। ভবিষ্যতে দেশে যেন আর ফ্যাসিবাদের উত্থান না ঘটে, সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বানও জানান তিনি।

এদিকে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় অমর একুশে হল অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেবেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।

এছাড়া, দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে গত ২৯ জুলাই আনওয়ারুল আজীম চৌধুরী লেকচার গ্যালারিতে 'জুলাই বিপ্লব ও ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে আগামীর বাংলাদেশ নিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের স্বপ্ন ও প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেন। এতে জীববিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবদুল করিম, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মু. মনজুরুল করিম এবং ছাত্র উপদেষ্টা ড. সামিনা মমতাজ বক্তব্য রাখেন।